মেহেরপুরের আমঝুপিতে জেলা বিএনপি’র কর্মী সমাবেশ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র কেন্দ্রীয় ঘোষিত প্রক্রিয়ায় দলের পুনর্গঠন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দলকে সক্ষমতা অর্জনের প্রত্যয়ে মেহেরপুরের আমঝুপিতে জেলা বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৪ টার দিকে আমঝুপি সরকারি বালক প্রাথমিক বিদ্যালয় এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপি’র সদস্য এম এ কে খায়রুল বাশারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

এসময় তিনি বলেন, আপনারা নির্যাতন সহ্য করেছেন জুলুম সহ্য করেছেন কেন কিসের জন্য সহ্য করেছেন বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য বাংলাদেশের হারানো গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছি। আজকে আমরা জুলাই আগস্ট এর রক্ত খয়ি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন বাংলাদেশে প্রবেশ করেছি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, ফয়েজ মোহাম্মদ ও জেলা বিএনপির সদস্য মোঃ ওমর ফারুক লিটন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপনের সঞ্চালনায় এসময় জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান সাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, মোছাঃ রোমানা আহম্মদ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর বসুন্ধরা শুভসংঘের সভাপতি রফিকুল, সম্পাদক নাফিউল

কলেজ শিক্ষক এস এম রফিকুল আলম বকুলকে সভাপতি ও তরুণ সংগঠক মো. নাফিউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ২৩ সদস্যবিশিষ্ট বসুন্ধরা শুভসংঘের মেহেরপুর জেলা শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বসুন্ধরা শুভসংঘের পরিচালক জাকারিয়া জামান গত সোমবার মেহেরপুর জেলা শাখার নতুন কমিটি এক বছরের জন্য অনুমোদন করেন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-সহসভাপতি আক্তারুজ্জামান হীরা, ফিরোজ আহমেদ পলাশ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানজিমুল ইসলাম, সাজিদ ইসলাম ইন্নাল, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. অনিক হাসান, দপ্তর সম্পাদক মো. নিজাম উদ্দিন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. নাসিম হাসান, কর্মপরিকল্পনা সম্পাদক মোছা. খাদিজা বেগম, অর্থ সম্পাদক মাসুম সুলতানা রানি, নারী ও শিশু সম্পাদক তামান্না তানভির, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদক উলমাতুন নেছা পূর্নিমা, শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক মোছা. সামসুন্নাহার, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মো. মাসুদুর রহমান, ক্রীড়া সম্পাদক আলকামা সিদ্দিকী তারিফ, স্বাস্থ্য ও মানব সম্পদ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমান, কার্যকরী সদস্য আসমাউল হুসনা, মো. রাকিব, সুরাইয়া আকতার হ্যাপি, মোছা. লামইয়া, মো. আলিফ খান ও মো. লিখন আলী।

এছাড়া চার জনকে উপদেষ্টা করা হয়েছে। তারা হলেন কালের কণ্ঠের মেহেরপুর প্রতিনিধি ও মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক
ইয়াদুল মোমিন, সাবেক শিক্ষক নুরুল আহমেদ, আবু নাসের চৌধুরী ও মো. জিল্লুর রহমান।

উল্লেখ্য, বসুন্ধরা শুভসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সারাদেশে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করে আসছে। মেহেরপুরেও কৃতি শিক্ষার্থী, দুস্থদের সহায়তা, কম্বল বিতরণ, দুস্থ শিক্ষাথীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে দেয়াল লিখন, বৃক্ষরোপণ ও বিতরণসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে বসুন্ধরা শুভসংঘ।

অপারেশন ডেভিল হান্টে মেহেরপুরে ৭ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে মুজিবনগর থানা কর্তৃক পরিচালিত ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ চলমান রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় এই অভিযানের মাধ্যমে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেনমৃত শামসুদ্দীন মল্লিকের ছেলে ০৩ নং বাগওয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কুতুব উদ্দিন (৫৭), মানিকনগরের মোঃ মোস্তাকিমের ছেলে মোঃ নজরুল ইসলাম (৪০), মোঃ হায়দার আলীর ছেলে মোঃ মাহাবুব ইসলাম (২৫), তারানগর এলাকার মৃত সৈয়দ আলী ঘরামীর ছেলে মোঃ শওকত ঘরামী (৬৫), মোঃ ইব্রাহীম ঘরামী (৬০), মোঃ শাহ জামাল (৫৮) ও মোঃ দুলু ঘরামী (৭০)।

মুজিবনগর থানা থেকে জানানো হয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া, জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমাবেশ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মেহেরপুর জেলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে পায়রা উড়িয়ে সমাবেশের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আনসার ও

গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী খুলনা রেঞ্জের উপ-মহাপরিচালক মোঃ নুরুল হাসান ফরিদী বিএএম।

পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলন আয়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা কমান্ডেন্ট মোঃ শফিউল আদমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী খুলনার রেঞ্জের উপমহাপরিচালক মোঃ নুরুল হাসান ফরিদী বিএএম।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, চুয়াডাঙ্গা আনসার ব্যাটালিয়ন এর উপ-পরিচালক মোঃ খাদেমুল ইসলাম, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা মেহেরপুরের উপ-পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসেন।

মেহেরপুরে জামায়াতের ইসলামীর বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলামের নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার (১৮ফেব্রুয়ারী) বিকেল ৪টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে এই বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে হোটেল বাজার মোড়ে এসে শেষ হয়। পরে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খাঁন।

এসময় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এটিএম আজহারুল ইসলাম ১৩ বছরেরও অধিক সময় কারাগারে আটক আছেন। তাকে বারবার রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি বেশ কয়েকবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে ন্যূনতম

চিকিৎসা সেবাটুকুও দেওয়া হয়নি।

দেশবাসী আশা করেছিল যে, চরম জুলুম-নির্যাতনের শিকার এটিএম আজহারুল ইসলাম স্বৈরাচার মুক্ত বাংলাদেশে মুক্তিলাভ করবেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের ৬ মাস ১০ দিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি।

তারা আরো বলেন, স্বৈরাচারের আমলে গ্রেপ্তার আজহারুল ইসলামকে কারাগারে আটক রাখা তার প্রতি চরম জুলুম ও অন্যায় ছাড়া আর কিছুই নয়। ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশে তাকে এখনো আটক রাখায় জাতি বিস্মিত ও হতবাক।

এ সময় নায়েবে আমীর মাওলানা মাহাবুবল আলম, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, বায়তুলমাল সেক্রেটারি জার্জিস হুসেইন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, জেলা সুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য গাংনী ২ আসনের সংসদ প্রার্থী নাজমুল হুদা, গাংনী উপজেলা আমীর ডাঃ রবিউল ইসলাম, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর মাওলানা খান জাহান আলী, জেলা শিবির সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন, জেলা সুরা পরিষদের সদস্য এনামুল হক বকুলসহ অন্যান্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে গাংনীতে পিঠা উৎসব

গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জমকালো উৎসবে শোভা পাচ্ছে স্বতীন পিঠা, বেক্কল জামাই, মেয়েদের মন, জামাইয়ের প্যাচ, ভালবাসার লাল গোলাপ, পিয়াসা, পাটি সাপটা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ পুরনো নানা পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিজেদের স্টলগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই পিঠা উৎসবের। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পিঠা তৈরি করে হাজির হন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে ছিল আধুনিক সব পিঠাও। ২৫ টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন শিক্ষার্থীরা। তরুণ প্রজন্ম সকাল থেকেই ভিড় জমান পিঠা উৎসবে। পরিচিত হন নতুন ও পুরাতন হরেক রকমের পিঠার সঙ্গে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তাানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনে বেজায় খুশি শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্যমী করে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন তারা।

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টে ১০ জন গ্রেপ্তার

মেহেরপুরে অপারেশন ডেভিল হান্ট অভিযান পরিচালনা করে ১০ আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে জেলা বিভিন্ন স্থানে পুলিশের কয়েকটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার মৃত মসলেম উদ্দিনের

ছেলে জাহিদ হোসেন, নতুন পাড়ার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ, সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের মৃত আফজাল হোসেনের শরিফ, ময়ামারি গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে মো: রশিদ, সাহেবপুর গ্রামের লিয়াকত মোল্লা, তার ছেলে শরিফুল ইসলাম, আনারের ছেলে আলতাব আলী, আলতাব আলীর ছেলে সাজু, বলিপুর গ্রামের মৃত পিজির উদ্দিনের ছেলে আবুল কালাম ও খোকসা গ্রামের সোলায়মান খানের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেসবাহ উদ্দিন জানান, গ্রেফতাকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

জুলাই আগস্টের গণঅভুত্থ্যানে লেডি ফেরাউন হাসিনা সরকার উৎখাত হয়েছে

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির আল্লামা মামুনুল হক বলেছেন, ২০২৪ সালের জুলাই আগস্টের গণঅভুত্থ্যানে বাংলাদেশের মানুষের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা স্বৈরাচারী লেডি ফেরাউন জালিমশাহী শেখ হাসিনা সরকার উৎখাত হয়েছে। এদেশের মানুষ মুক্ত হয়েছেন। একটি নতুন বাংলাদেশ পেতে এদেশের অনেক মানুষকে শাহাদৎ বরণ, ত্যাগ স্বীকার ও বুকের তাজা রক্তদান করতে হয়েছে।

ছাত্র জনতার সংঘটিত গণহত্যার বিচার ও নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মেহেরপুর শাখা আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

গতকাল সোমবার (১৭ ফেব্রারি) রাত আটটার দিকে মেহেরপুর শহীদ ডঃ সামসুদ্দোহা পার্কে আয়োজিত এই গণ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মুফতি হুসাইন আহমাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, বিগত ৫০ বছর বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বারবার একটি চেতনার কথা শুনিয়েছেন। আসলে সেই চেতনা ছিল ভারতীয় চেতনা। বাহাত্তরের চেতনা দিয়ে একাত্তরের চেতনা বলে জাতীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, আধিপত্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, আধিপত্যবাদী হিন্দুদ্ববাদী পশ্চিমবঙ্গের দাদাদের মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, পশ্চিমপাকিস্থানী খান পাঠানদের প্রভূত্তের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে, প্রতিটি আধিপত্যবাদী জালিমদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম করেই বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে।

তিনি বলেন, বাহাত্তরের চেতনা ছিল বাংলাদেশকে ভাগ করার চেতনা। বাহাত্তরের চেতনা ছিল বাংলাদেশে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার দাবীকে গলা টিপে হত্যা করার চেতনা। সেই চেতনার গান গাইতে গাইতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রতিটি সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এদেশে ইসলামী রাস্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিটি আন্দোলনকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে।

তিনি বলেন, এদেশের মানুষকে ১৯০ বছর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৪৭ সালে এদেশের মানুষ বৃটিশদের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। বৃটিশ আমলে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের মানুষ সতন্ত্র জাতীসত্তা গঠণের লক্ষে এই অঞ্চলের মুসলমানদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষে পশ্চিমবঙ্গের দাদাবাবুদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান জাতীসত্তার উম্মেস ঘটিয়েছিল। তখন এদেশের মানুষকে অনেক প্রতিকুলতার মুখোমুখি পড়তে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ দাদা ঠাকুরের নেতৃত্বে এদেশের মুসলামনদের অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার জন্য পূর্ববাঙ্গলার মুসলিম জাতীসত্তাকে সেদিন রুখে দিতে চেয়েছিল। ঢাকা এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ রধ করে এদেশের অগ্রযাত্রাকে ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তিনি বলেন, ১৯৪৭ সালে যেভাবে বৃটিশদের কবল থেকে মুক্ত হয়েছিলাম ঠিক তেমনী পশ্চিমবঙ্গের দাদাদের আধিপত্য থেকেও এদেশের মুসলাম মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

মামনুল হক বলেন, ১৯৪৭ এর পরে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট, ৬৬ সালেরর ৬ দফা, ৬৯ সালের গণঅভ্যত্থ্যান ৭০ এর

নির্বাচন ও ৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর এদেশ স্বাধীন হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষকে কখনো ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা হয়নি। এদেশের মানুষকে কখনো ধর্মনিরপেক্ষ নামক কুফরি মতবাদ শুনানো হয়নি। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মুক্তিলাভের পর স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামীলীগের পিতা শেখ মুজিব পশ্চিম পকিস্থানে বন্দি ছিলেন। স্বাধীনতার পর মুক্তি পেয়ে প্রথমে লন্ডন থেকে তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলার মাটিতে পা না রেখে বাংলার মানুষের কাছে না এসে সর্ব প্রথম তিনি গিয়েছিলেন নয়াদিল্লিতে।

তৎকালিন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর সাথেস্বাক্ষাত করলেন। আর সেদিনেই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছিল। সেদিনেই ইন্দ্রিগান্ধী তাকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রেসক্রিপশনে বাংলাদেশের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ ২৪ বছরের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন, জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াই এই সব কিছু ভারতের বুটের তলায় পিষ্ট করা হয়েছিলো। ভারতের প্রধান মন্ত্রী লিখে দিয়েছিলেন, বাংলাদেশে একটি সংবিধান রচনা করার। যেই সংবিধানে ভারতীয় সংবিধানে মুল নীতিগুলো অক্ষরে অক্ষরে অক্ষুন্ন রেখে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করার জন্য। শেখ মুজিবুর রহমান নয়দিল্লী থেকে বাংলাদেশে এলেন, ৭২ সালে সংবিধান রচিত হলো। আর সেই সংবিধানে বাংলাদেশের মুসলমানদের ১৯০ বছরের সংগ্রামের ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। সেই সংবিধানে নেছার উদ্দীনের বাঁশের কেল্লার ইতিহাসকে মুছে ফেলা হয়েছিলো, সেই সংবিধানে ফকির মজনু শাহ, হাজী শরিয়তুল্লাহর শত বছরের সংগ্রামের ইতিহাসকে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করা হয়েছিলো, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সতন্ত্র জাতীসত্তার ইতিহাসকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিলো। ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক লহর প্রস্তাবের ইতিহাসকে অস্বীকার করা হলো, এই সব কিছু করে ভারতের সংবিধানের মূল নীতির ভিত্তিতে কপি পেষ্ট করে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করে স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারত মাতার চরণতলে বলিদান করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২৪ শে জুলাই-আগষ্টের এই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলার দামাল ছেলেরা শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী রাজনীতি, আওয়ামীলীগের বিভাজন ও মিথ্যার রাজনীতিতে বৃদ্ধাঙ্গলী প্রদর্শণ করেছে। আওয়ামীলীগ চেয়েছিল এই দেশকে বিভক্ত করে রাখতে। তাঁদের মুলনীতি ও অর্থনৈতিক পলিসি ছিল, “যারা শেখ হাসিনার গুনগান গাইবে শেক হাসিনার আনুগত্য প্রকাশ করলে, তারা স্বাধীনতার সময় যে পক্ষেই

থাকুক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক হিসেবে পরিচিতি পাবে। আর শেখ হাসিনার বিপক্ষে গেলেই তারা রাজাকার হয়ে যায়। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ আর রাজাকার দুইটা পক্ষ তৈরী করে একটি মেশিন নিয়ে শেখ হাসিনা বছরের পর বছর বাংলাদেশে শাসন করে গেছে। এদেশের মানুষকে বোকা বানিয়েছে। সর্বশেষ ২০২৪ এর জুলাই আগষ্টে বাংলার ৪ কোটি দামাল ছেলেরা কোঠা সংস্কারের যৌক্তিক দাবী নিয়ে অধিকার আদায়ের জন্য মাঠে নেমেছিল। মেধাবিত্তিক জাতী গঠনের জন্য দাবী জানিয়েছিল সেখানেও শেখ হাসিনা তাদের রাজাকারের বাচ্ছা বলে গালি দিয়েছে।

তিনি বলেন শেখ হাসিনা তার বাবার প্রতিশোধ নিতেই রাজনীতিতে এসেছিলেন।যারা তার বাবাকে হত্যা করেছিলেন, তাদের হত্যা করার অভিপ্রায় নিয়েই শেখ হাসিনা রাজনীতিতে এসেছিলেন। শেখ হাসিনা ৫০ বছর রাজনীতি করেছেন শুধুমাত্র তার বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে। এজন্যই তিনি জানতেন ৫ আগষ্ট বাংলাদেশে কি ঘটতে যাচ্ছে।

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুগ্ম মহাসচিব যথাক্রমে মাওলানা আতাউল্লা আমিন, শরাফত হুসাইন, মাওলানা শরীফ সাইদুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হাসনাত জালালী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা জহিরুল ইসলাম প্রমুখ। গন সমাবেশ সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর আনসার ভিডিপি মসজিদের পেশ ইমাম সাব্বির রহমান।

মেহেরপুরের কুতুবপুরে জামায়েতে ইসলামীর গণসংযোগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে মেহেরপুরে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেল পাঁচটার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে কুলবাড়িয়া বাজারে এ তার নেতৃত্বে এই গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল

হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা কাজী রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়নের আমীর ইমদাদুল হক সাধারণ সম্পাদক পারভেজ হোসেন। প্রমুখ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা গণসংযোগে অংশগ্রহণ করেন।

সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের স্ত্রী মোনালিসাকে তিন দিনের রিমান্ড

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসাকে দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুরের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার দুটির একটি গ্রেপ্তার ও একটিতে তিন দিনের রিমাণ্ড মঞ্জুর করে আদালত।

সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সদর আমলি আদালতের হাকিম শারমিন নাহার এ আদেশ দেন।

আদালতে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একটি মামলায় ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করলে ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এর আগে রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার ইস্কাটনের একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের দায়েরকৃত মামলাটিতে মোনালিসার ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পলি খাতুন নামের এক নারীর দায়েরকৃত মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক, কোর্ট ইন্সপেক্টর মানষ রঞ্জন দাস এবং আসামি পক্ষে ইব্রাহিম শাহীন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা ২৬৩/২৪ নম্বর মামলার ১২ নম্বর এজাহারভুক্ত আসামি তিনি। এ ছাড়াও পলি খাতুন নামে এক নারীর ৫ আগস্ট দায়ের করা একটি জিআর মামলার মামলার প্রধান আসামি মোনালিসা। মামলা নম্বর জিআর ৩৮৭/২৪।